তারিখ 27 OCT 2002
পৃ: ৭

সংবাদ

সরকারি কলেজ অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ॥ অপসারণের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক : গাইবান্ধা সরকারি কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, স্বেচ্ছাচারিতা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে অবিলম্বে তাকে অপসারণের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪ দিনব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারিসহ বিভিন্ন মহল থেকে তার বিরুদ্ধে শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাধিক আবেদনও দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধা সরকারি কলেজের নামে ২০০০ সালে কম্পিউটার কক্ষের দরজা-জানালা মেরামত, ডিসটেম্পার, ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৬৮ হাজার ৫শ' টাকার বরাদ্দ দেয়া হলেও নামমাত্র কাজ করে অধিকাংশ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এসব কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের কাছ থেকেও ৫ হাজার টাকার উৎকোচ নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলেজের সোফাসেট তৈরির জন্য জেলা প্রশাসন থেকে ১৫ হাজার টাকার অনুদান দেয়া হলেও তা অধ্যক্ষের বাসায় বক্স খাট ও চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরির নামে আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। নিজ বাসায় নিয়োজিত কাজের মেয়ে আসমা খাতুন (১২) নাবালিকা হলেও কলেজ থেকে তার নামে মাসিক ৫শ' টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। অথচ কলেজে তার উপস্থিতি নেই। এ নাবালিকা কাজের মেয়ে ভাতা পাওয়ার অযোগ্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অধ্যক্ষ সাহেব বিভিন্ন অজুহাতে বেসরকারি তহবিল থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেন। কলেজের কাজ না থাকলেও অধ্যক্ষকে কারণে-অকারণে মাসে কমপক্ষে ২/৩ বার করে ঢাকায় যেতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মহাপরিচালকের পূর্ব-অনুমতি নেয়ার বিধান থাকলেও তার কোন তোয়াক্কা না করেই ইচ্ছামতো তিনি বিভিন্ন অজুহাতে কলেজের তহবিল থেকে টাকা তুলে নেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজের পরীক্ষা ও ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য দ্বারা সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও, তা উপেক্ষা করে নিজেই ঢাকায় যাতায়াত করেন। অফিস সহকারীর নামে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষকের নামেও পারিতোষিক এবং বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত খাতে টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করা হচ্ছে। ডিজির প্রতিনিধি হিসেবে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সিনিয়র কর্মকর্তাকে সুকৌশলে বাদ দিয়ে জুনিয়র কর্মকর্তাকে সঙ্গে নেয়া হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ কলেজের শিক্ষককে বাদ দিয়ে অন্য কলেজের শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। এ কাজে তার নির্ধারিত পারিতোষিক ভাতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সুবিধামতো প্রার্থী নিয়োগের বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বিতাড়িত সহকারী অধ্যাপক রোস্তম আলী বর্তমানে গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত। বর্তমান অধ্যক্ষের পরামর্শক্রমে তাকে গাইবান্ধায় বদলি করে আনা হয়েছে। এই শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস করছেন না। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত ও শিক্ষক নিয়োগ কাজের তদবিরে তাকে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

অভিযোগে জানা যায়, শিক্ষক রোস্তম আলী শিক্ষা ভবনে কর্মরত থাকাকালে বহু বেসরকারি শিক্ষকের কাছে এমপিওভুক্ত করার অজুহাতে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে; কিন্তু কাজ না হওয়ায় পাওনাদাররা গাইবান্ধায় ছুটে এসেও রোস্তম আলীর দেখা পাচ্ছে না। এসব ঘটনা জানা সত্ত্বেও অধ্যক্ষ সাহেব তার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অধ্যক্ষ সাহেবের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাসে গাইবান্ধা জেলার ডিগ্রি কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর যাবতীয় জরিপ কাজ মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিময়ে নিজ বাসায় সম্পন্ন করার অভিযোগও উঠেছে। এমনকি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের নামেও সরাসরি প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

শুধু তাই নয়, গত ডিগ্রি সাবসিডিয়ারি পাস পরীক্ষা কেন্দ্রে পলাশবাড়ি সরকারি কলেজ থেকে প্রেরিত ১৫ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করলেও অধ্যক্ষ সাহেব তাদের পারিতোষিক ভাতা না দেয়ার একটি অভিযোগ জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা হয়েছে। এ অভিযোগ পেয়ে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষকে ওই পারিতোষিক বিল পরিশোধের নির্দেশ দেন। তাছাড়া অফিসে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে হোসনে আরা নামে এক সহকারী অধ্যাপককেও পারিতোষিক ভাতা না দেয়ার জন্যও অন্য একটি অভিযোগ উঠে। এছাড়া তার আচার-ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতা নিয়েও শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের কারণেই অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীনকে ইতোপূর্বে লালমনিরহাট সরকারি কলেজ থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। গাইবান্ধা সরকারি কলেজেও নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অযোগ্যতার প্রতিবাদে সম্প্রতি ৪ দিনব্যাপী সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে তাকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সচিবসহ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে এসব অভিযোগের ব্যাপারে একাধিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯শে সেপ্টেম্বর। বগুড়ার মজিবর রহমান সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা হাবিবা বেগমসহ ৩ সদস্যের একটি কমিটি এই তদন্ত পরিচালনা করেন; কিন্তু এ তদন্ত রিপোর্ট ধামাচাপা দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চলছে বলে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন। এ নিয়ে গাইবান্ধায় সম্প্রতি আগত শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।